সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা-২০২০

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

প্রথম অধ্যায়ঃ প্রারম্ভিক

১.০ **ভূমিকা**

১.১ পরিবেশ সুরক্ষা এবং অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপশি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাসড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মহাসড়ক করিডোরে নান্দনিকতা সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। এ লক্ষ্যে মহাসড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, সড়ক নিরাপত্তার উন্নয়ন, নান্দনিকতা সৃজন ইত্যাদি বিষয়গুলো সমন্বিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে ল্যান্ডস্কেপিং ডিজাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;

১.২ বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাসড়কের পরিমাণ ২২,০০০ কিলোমিটারের অধিক। ঐতিহাসিকভাবে এ দেশে মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণের প্রচলন রয়েছে যার অধিকাংশই অপরিকল্পিত। এ ধরণের অপরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহাসড়কের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা হ্রাসসহ সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে ঝুঁকিও সৃষ্টি করে থাকে। পরিকল্পিত ল্যান্ডস্কেপিং এবং সবুজায়নের মাধ্যমে সড়ক বিভাজক, সড়ক ঢাল এবং সড়কের পার্শ্বস্থ ভূমিতে নিরাপদ দূরত্বে উদ্ভিদ ও বৃক্ষাদি রোপণের মাধ্যমে এই নীতিমালার অধীন সমন্বিত করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন হবে। এ প্রেক্ষাপটে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিশেষায়িত বৃক্ষপালন সার্কেল ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা অনুসরণ করে উদ্ভিদের চারা উৎপাদন, রোপণ, পরিচর্যাসহ প্রয়োজনে অপসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

২.০ **শিরোনাম**

২.১ এ নীতিমালা “সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা-২০২০” হিসেবে অভিহিত হবে।

৩.০ **সংজ্ঞা**

৩.১ **‘মহাসড়ক’** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক নেটওয়ার্কভুক্ত জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক;

৩.২ **‘ল্যান্ডস্কেপিং’ (landscaping)** অর্থ মহাসড়ক করিডোরের দৃশ্যমান অংশের ভূ-প্রকৃতির সাথে মানানসই নান্দনিক রূপান্তর;

৩.৩ **‘রাইট অব ওয়ে’ (Right of Way)** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন মহাসড়কের উভয় প্রান্তসীমার অন্তর্ভুক্ত ভূমি;

৩.৪ **‘গ্রামাঞ্চলের মহাসড়ক’** অর্থ গ্রামীণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়কের অংশ;

৩.৫ **‘নগরাঞ্চলের মহাসড়ক’** অর্থ নগর, পৌর এলাকা বা শহরাঞ্চলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়কের অংশ;

৩.৬ **‘ক্যারেজওয়ে’ (Carriageway)** অর্থ মহাসড়কের সেই অংশ যা যানবাহন চলাচলের জন্য সুনির্দিষ্টকৃত;

৩.৭ **'টো লাইন' (Toe Line)** অর্থ মহাসড়ক বাঁধের ঢালের শেষ প্রান্ত বরাবর রেখা;

৩.৮ **'বৃক্ষরোপনের জন্য নির্ধারিত স্থান'** অর্থ মহাসড়কের টো লাইন (Toe Line) এর বাহিরে জায়গা থাকা সাপেক্ষে এক বা একাধিক সারি বৃক্ষরোপণের জন্য জায়গা বা স্থান;

৩.৯ **'সাইট ডিসট্যান্স' (Sight Distance)** অর্থ নিরাপত্তা ও দক্ষতা সহকারে যানবাহন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দৃষ্টিসীমা;

৩.১০ **'ক্লিয়ার জোন' (Clear Zone)** অর্থ মহাসড়কের সোল্ডার, কাঁচা অংশ, ঢাল বা রাইট অব ওয়ে **(ROW)** এর এমন অংশ যেখানে কোনো দৃঢ় বা অনমনীয় কাঠামো থাকে না এবং যেখানে বিপদাপন্ন চালক যানবাহন তার নিয়ন্ত্রণে আনয়নের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে মহাসড়কে নান্দনিক পরিবেশ সৃজন;

৪.২ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রোধে স্থিতিস্থাপক বাস্তুসংস্থান (Resilient Ecosystem) প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন;

৪.৩ মহাসড়ক করিডোরে তাপ, বায়ু এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন;

৪.৪ মহাসড়ক মিডিয়ানে (Median) গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ রোপণের মাধ্যমে বিপরীতমুখী যানবাহনের আলোক বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ;

৪.৫ মহাসড়কের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে জলাধার নির্মাণ/সংরক্ষণের মাধ্যমে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি;

৪.৬ সড়ক নিরাপত্তার (Road Safety) উন্নয়ন;

৪.৭ মহাসড়ক ব্যবহারকারী জনগণ এবং যাত্রীদের ভ্রমণ নিরাপদ ও অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যময় করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ল্যান্ডস্কেপিং এর সাধারণ বিষয়াবলী

৫.০ পরিবেশ সংরক্ষণ

৫.১ মহাসড়কের ল্যান্ডস্কেপিং (landscaping) এর সময় ভূ-প্রকৃতির সাথে মানানসই প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট পরিবেশ সংরক্ষণ, অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং সমন্বয়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ যেমন: বন, নদী-নালা, জলাশয়, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত জায়গা ইত্যাদি চিহ্নিত করার জন্য প্রাথমিক জরিপ সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৫.২ ল্যান্ডস্কেপিং এর সময় মানবসৃষ্ট বিভিন্ন স্থাপনা যেমন: ঐতিহাসিক ভবন, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় স্থাপনা, মনুমেন্ট, বাগান, পার্ক ইত্যাদি যথাসম্ভব সংরক্ষণ করতে হবে;

৫.৩ ভূমির উপরিস্তরের মাটি (Top Soil) বৃক্ষ এবং সড়ক বাঁধের স্থায়িত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পরিবেশের ক্ষতি রোধে সড়ক নির্মাণকালীন উক্ত মাটি সংরক্ষণকরতঃ পুনঃব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

৫.৪ মহাসড়ক ও তদসংলগ্ন এলাকার পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী জলাধার নির্মাণ, সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

৬.০ **বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা**

৬.১ মহাসড়কের পাশে ক্ষেত্র ভেদে সারিবদ্ধ (Avenue), গুচ্ছ (Groups) অথবা কুঞ্জবন (Groves) আকারে বৃক্ষরোপণ করতে হবে;

৬.২ ল্যান্ডস্কেপিং ডিজাইন ও বাস্তবায়নের সময় ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রাফিক মুভমেন্ট, রোড সেফটি ইত্যাদির নিরিখে নিম্নবর্ণিত অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী বিবেচনায় রাখতে হবে;

৬.২.১ মহাসড়কের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা;

৬.২.২ সড়ক নিরাপত্তা বা দৃষ্টিগম্যতা (Sight Distance) এর প্রতিবন্ধক না হয় এরূপে মহাসড়ক পেভমেন্ট-এর প্রান্ত সীমা (Edge Line) হতে বা মহাসড়ক বাঁধের টো-লাইন হতে নির্দিষ্ট দূরত্বে বৃক্ষরোপণ;

৬.২.৩ সড়ক নিরাপত্তা বা দৃষ্টিগম্যতাকে নান্দনিকতার চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান;

৬.২.৪ মহাসড়কের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিবেচনা;

৬.২.৫ শেকড় দ্বারা পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত না হয় এমনভাবে বৃক্ষ ও গুল্ম রোপণ;

৬.৩ মহাসড়কের পাশে এমন কোনো বৃক্ষরোপণ করা যাবে না যা মহাসড়ককে আচ্ছাদন করে রাখে এবং দীর্ঘসময় বৃষ্টির পানি ঝরিয়ে পেভমেন্ট বিনষ্ট করে;

৬.৪ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মহাসড়কের সবুজায়নসহ অন্যান্য সৌন্দর্যবর্ধক স্থাপনা ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ল্যান্ডস্কেপিং- গ্রামাঞ্চলের মহাসড়ক

৭.০ **গ্রামাঞ্চলের মহাসড়ক**

৭.১ মহাসড়ক করিডোর পরিকল্পনায় ল্যান্ডস্কেপিং এর বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে;

৭.২ নান্দনিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলের মহাসড়কের ল্যান্ডস্কেপিং এর জন্য মহাসড়ক পার্শ্বে টো-লাইন থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে সারিবদ্ধ, গুচ্ছাকার বা কুঞ্জবন আকারে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে;

৭.৩ মিডিয়ান এবং সড়ক ঢালে পরিকল্পিতভাবে গুল্ম শ্রেণীর সৌন্দর্যবর্ধনকারী উদ্ভিদ রোপণ করা যেতে পারে;

৭.৪ মহাসড়কের পার্শ্বস্থ ভূমির অপদখল ও অপব্যবহার রোধকল্পে পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৭.৫ সড়ক বিভাজক অধিকতর চওড়া হলে বিভাজকের মধ্যবর্তী স্থানে ড্রেন নির্মাণ এবং উভয় পার্শ্বে দুই সারিতে স্বল্প উচ্চতার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ রোপণ করা যেতে পারে;

৭.৬ সড়ক বিভাজকের প্রশস্ততা ও যানবাহনের গতিবেগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় ল্যান্ডস্কেপিং-এর ক্ষেত্রে ধীর গতির মহাসড়কে তুলনামূলকভাবে কম প্রশস্ত এবং দ্রুত গতির মহাসড়কে তুলনামূলকভাবে অধিক প্রশস্ত বিভাজক বিবেচনা করতে হবে;

৭.৮ মহাসড়কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো যেমন সেতু, কালভার্ট, আন্ডারপাস, ফ্লাইওভারসহ গাইড পোষ্ট, গার্ড রেইল, রিটেইনিং ওয়াল, রোড মার্কিং, কিলোমিটার পোষ্ট, রোড সাইন-সিগন্যাল ইত্যাদি ল্যান্ডস্কেপিং- এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ডিজাইন করতে হবে;

৭.৯ সড়ক নিরাপত্তা, সড়ক ব্যবহারকারীদের সুবিধাদি ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে মহাসড়কের পার্শ্বে রেস্ট এরিয়া, ট্রাক-পার্কিং, লে-বাই, বাস-বে, সার্ভিস এরিয়া ইত্যাদি স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ল্যান্ডস্কেপিং- শহরাঞ্চলের মহাসড়ক

৮.০ শহরাঞ্চলে মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান নানাবিধ অবকাঠামোর বাস্তবতা বিবেচনায় ল্যান্ডস্কেপিং-এর রূপরেখা পুরোপুরি বাস্তবায়ন বেশ চ্যালেঞ্জিং হওয়ায় এর পরিকল্পনা ও ডিজাইন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর যত্নশীল ও কৌশলী হতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের মহাসড়কের জন্য বর্ণিত নির্দেশনাসহ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহও বিবেচনা করতে হবে:

৮.১ শহরের অনুমোদিত মাস্টারপ্ল্যান;

৮.২ নাগরিক সেবা সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি সার্ভিস স্থাপনাসমূহ;

৮.৩ সার্ভিস লেন, ফুটপাত, ফুট ওভারব্রীজ, বাস-বে, সাইকেল-ট্র্যাক, আন্ডারপাস ইত্যাদি;

৮.৪ পানি নিষ্কাশনের সকল প্রকার ড্রেন ও স্থাপনা;

৮.৫ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি;

৮.৬ টার্মিনাল, পার্কিং এরিয়া, বিমান বন্দর, রেল ষ্টেশন ইত্যাদি আন্তঃপরিবহন মাধ্যম সংযোগ;

৮.৭ ইন্টারসেকশন, ইন্টারচেঞ্জ;

৮.৮ সাইন-সিগন্যাল, ডিসপ্লে-বোর্ড;

৮.৯ শব্দ সংবেদনশীলতা।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ মহাসড়ক নিরাপত্তা এবং প্রতিবন্ধকতা

৯.০ সড়ক নিরাপত্তা বিধানে অনুসরণীয়

ল্যান্ডস্কেপিং সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

৯.১ রাতের বেলা সড়ক বাঁক, সড়ক বিভাজক, রাউন্ড-এবাউট ইত্যাদি যেন পথ নির্দেশক (Delineator) হিসাবে কাজ করতে পারে এমন ভাবে উদ্ভিদ রোপণ করা ;

৯.২ প্রয়োজনীয় রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ সাইন প্রদান করা ;

৯.৩ বিপরীতমুখী যানবাহনের হেডলাইটের আলোকরশ্মির তীব্রতা (Headlight Glare) হ্রাস করা ;

৯.৪ পথচারী চলাচল করে এমন জায়গা সহজে দৃশ্যমান করা ;

৯.৫ মহাসড়কের পার্শ্বে রেস্ট এরিয়া, ট্রাক-পার্কিং, লে-বাই, বাস-বে, সার্ভিস এরিয়া ইত্যাদি স্থাপন।

১০.০ সড়ক নিরাপত্তা বিধানে বর্জনীয়

সড়ক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সতর্কতার সাথে বর্জন করতে হবে:

১০.১ মহাসড়কের বাঁকের ভিতরের দিকে (Inner Curve) মোটরযান চালকদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধক বৃক্ষরোপণ করা যাবে না;

১০.২ ব্রীজ এবং কালভার্টের এবাটমেন্ট ওয়াল এর ক্ষতি করতে পারে এমন স্থানে বৃক্ষরোপণ করা যাবে না;

১০.৩ এমনভাবে ল্যান্ডস্কেপিং করতে হবে যাতে মানুষের চলাচলে কোনো ধরণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়;

১০.৪ মহাসড়কের বিভাজক ও ক্লিয়ার জোনে নিম্নবর্ণিত কারণে অপরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ করা যাবে না:

১০.৪.১ ছায়া প্রদানকারী বৃহৎ বৃক্ষের নিচে আলোর অভাবে লতা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না;

১০.৪.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই ধরণের বৃক্ষ উৎপাটিত হয়ে বা ভেঙ্গে মহাসড়ক অবকাঠামোসহ সড়ক ব্যবহারকারী যানবাহনের ক্ষতির আশঙ্কা সৃষ্টি করে;

১০.৪.৩ বৃষ্টিতে, বিশেষ করে বর্ষাকালে আর্দ্র আবহাওয়ায় বড় ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষের নিচের সড়কাংশ দীর্ঘ সময় স্যাঁতস্যাঁতে ও পিচ্ছিল থাকে, এর ফলে মহাসড়কের ক্ষতিসহ দূর্ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে;

১০.৪.৪ বড় বৃক্ষের শেকড়সহ কান্ডের পরিবৃদ্ধি পেভমেন্টের অংশ দখলে নেয়ায় সড়ক পেভমেন্টের কম্প্যাকশন ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা সড়কের স্থায়িত্ব নষ্ট করে;

১০.৪.৫ বড় বৃক্ষের অবস্থান উষা ও গোধূলীলগ্নে সূর্যকিরণে বাধা সৃষ্টি করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে মোটরযান চালকের দৃষ্টিবিভ্রমও ঘটায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিশেষ এলাকার ল্যান্ডস্কেপিং

বিশেষ এলাকা যেমন- শিল্পাঞ্চল, বনাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, জলমগ্ন এলাকা, শব্দসংবেদী এলাকা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মহাসড়ক অতিক্রম করলে উক্ত মহাসড়কে ল্যান্ডস্কেপিং এর জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে:

১১.০ শিল্পাঞ্চল

১১.১ মহাসড়কের পার্শ্বস্থ শিল্প কারখানায় অবিন্যস্ত, অশোভনীয়, দৃষ্টিকটু স্থাপনা দৃশ্যাবলী আড়াল করার প্রয়োজনে আবরক বৃক্ষরোপণ (Screen Plantation) করা যেতে পারে;

১১.২ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শিল্প-কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় মহাসড়কের ল্যান্ডস্কেপিং-এর বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;

১১.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ, সড়কের সৌন্দর্য বিধান ও সড়ক ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসনে সংশ্লিষ্ট শিল্প স্থাপনার মালিককে সংলগ্ন মহাসড়ক ও শিল্প স্থাপনার মাঝখানে একটি ঘন সবুজ বাফার তৈরী করতে হবে।

১২.০ বনাঞ্চল

১২.১ বনাঞ্চলে মহাসড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সংখ্যক বৃক্ষ অপসারণের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

১২.২ বন্যপ্রাণীর যাতায়াতের জন্য বণ্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ''অ্যানিমেল পাস'' এর সুবিধা রাখতে হবে।

১৩.০ উপকূলীয় অঞ্চল

১৩.১ সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে সমুদ্রের প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মহাসড়কের এ্যালাইনমেন্ট নির্ধারণ করতে হবে। এখানে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে সমুদ্রের বিপরীত পাশে বৃক্ষের যথাযথ প্রজাতি নির্বাচন সাপেক্ষে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।

১৪.০ জলমগ্ন এলাকা

১৪.১ মহাসড়কের পাশে জলাশয় থাকলে শাপলা ও পদ্ম চাষ এবং হাওর বা বিল অঞ্চলে পানি সহিঞ্চু প্রজাতি যেমন হিজল, করচ ইত্যাদি রোপণ করতে হবে।

১৫.০ শব্দসংবেদী এলাকা

১৫.১ মহাসড়কের পাশে শব্দসংবেদী এলাকা যেমন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক এলাকা, হাসপাতাল ইত্যাদি চিহ্নিত করতে হবে। এ ধরণের এলাকায় ল্যান্ডস্কেপিং-এর ক্ষেত্রে শব্দ দেয়াল (Noise Barrier) স্থাপন, বৃক্ষরোপণ বা উক্তরূপ যে কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ বিবিধ

১৬.১ মহাসড়কের ল্যান্ডস্কেপিং পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বৃক্ষপালন সার্কেল ল্যান্ডস্কেপিং সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ ও বৃক্ষাদির চারা উৎপাদন, রোপণ ও পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করবে, একইসাথে অনিবার্য প্রয়োজনে বৃক্ষাদি অপসারণেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৬.২ এই নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে অন্য কোন সংস্থা বা উপকারভোগীর সাথে বৃক্ষরোপণ চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বৃক্ষপালন সার্কেলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

১৬.৩ সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সময় সময় এই নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে;

১৬.৪ এই নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রণয়ন করবে এবং এতদসংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।